দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 13 OCT 2017
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

শরীয়তপুর : ভেদরগঞ্জ উপজেলার সখিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ও শ্রেণীকক্ষ দখল করে বসেছে পশুর হাট। ইনসেটে বিদ্যালয়ের বারান্দায় রাখা হয়েছে পশু -জনকণ্ঠ

শরীয়তপুরে তিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে হাট

নিজস্ব সংবাদদাতা, শরীয়তপুর, ২৯ অক্টোবর । ভেদরগঞ্জ উপজেলার সখিপুর থানাধীন সখিপুর ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও সখিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ও শ্রেণীকক্ষ দখল করে প্রতি বুধবার বসানো হচ্ছে পশুরহাট। এতে প্রতি বুধবার সখিপুর ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় বেলা ১১ বাজলেই ছুটি দিতে বাধ্য হচ্ছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সখিপুর ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মিহাদ, রাসেল, সাব্বির বলে, বিদ্যালয় মাঠে পশুরহাট বসানোর কারণে আমাদের খেলাধুলার সমস্যা হয়।

পাঠদানে বিঘ্ন

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ সেলিম মিয়া বলেন, প্রতি বুধবার মাঠে পশুরহাট বসানোর কারণে বেলা ১১টা পর্যন্ত ক্লাস নিয়ে ছুটি দিতে বাধ্য হই। আর সখিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শ্রেণীকক্ষ দখল করেই চলে ব্যবসায়ীদের গরু-ছাগলের কেনাবেচা।

এতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া চরমভাবে বিঘ্নিত হলেও তা সহ্য করে যাচ্ছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সখিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মেজবাউদ্দিন বলেন, প্রতি বুধবার এখানে পশুরহাট বসানোর কারণে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার কিছুটা বিঘ্ন ঘটে। অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও তা প্রকাশ করতে পারছে না প্রভাবশালীদের ভয়ে। গত ১ যুগেরও বেশি সময় ধরে বিদ্যালয় দুটোর মাঠ ও শ্রেণীকক্ষ দখল করে পশুরহাট- বসানো হলেও রসহস্যজনক কারণে প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছে।

এদিকে জেলার গোসাইরহাট উপজেলার ঐতিহ্যবাহী কোদালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ দখল করে দীর্ঘদিন যাবত স্থানীয় এক প্রভাবশালী বিএনপি নেতা টয়লেটের চাকতি বানিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মাঠে খেলাধুলার জন্য ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, স্থানীয় ইউপি সদস্য ও বিএনপি নেতা বাবুল মৃধা দীর্ঘদিন যাবত বিদ্যালয়ের মাঠ দখল করে টয়লেটের চাকতি বানাচ্ছে ও বিক্রি করছে। ফলে শিক্ষার্থীরা মাঠে খেলাধুলা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে বাবুল মৃধা বলেন, আমি খুব শীঘ্রই চাকতি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাব। ভেদরগঞ্জ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ মনিরুজ্জামান চৌধুরী বলেন, আমরা বহুবার বিদ্যালয় মাঠ থেকে পশুরহাট অন্যত্র সরানোর জন্য স্থানীয় মহলের কাছে দাবি জানিয়েছি, কিন্তু তারা আজও সরায়নি।